মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ২০২১ (জুলাই)

সপ্তম শ্রেণী

বাংলা

১ সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো

১.১ 'পাগলা গনেশ ' গল্পে পাগলা গনেশের বয়েস

(ক) একশো বছর খ) দেড়শ বছর

(গ) একশো পঁচাত্তর বছর **ঘ) দুশো বছর**

১.২ কোকনদ হল-

ক) শ্বেত পদ্ম **খ) রক্ত পদ্ম**

গ) নীল পদ্ম ঘ) হলুদ পদ্ম

১.৩ 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল " কবিতাটির লেখক-

ক) আশরফ সিদ্দিকী খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গ)মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ) যোগীন্দ্রনাথ সরকার

১.৪ শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টপাধ্যায়ের সঙ্গে রামকিঙ্কর বেইজের পরিচয় হয়-

ক)মেদিনীপুরে খ) বীরভূমে

গ) বাঁকুড়ায় ঘ) কলকাতায়

১.৫ খোকনের বাড়ির সামনেই ছিল একটি

ক)বটগাছ **খ) ইউক্যালিপ্টাস গাছ**

গ) নারকেল গাছ ঘ) বকুল গাছ

২ খুব সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নের উত্তর দাও

২.১ তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?'- একথা উত্তরে শ্রোতা কী বলেছিলেন?

উঃ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রোতা অর্থাৎ পাগলা গনেশ বলেছিলেন যে, আকাশ, বাতাস ও প্রকৃতি তার কবিতা শুনছে। আর তার ভাসিয়ে দেওয়া কবিতার পাতা যদি কেউ আর তাদের পড়তে ইচ্ছা হয় তবে তারা পড়বে ।

২.২ 'My Native Land, Good Night'

-উদ্‌ধৃতিটি কার রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উঃ উদ্দৃতিটি বায়রনের লেখা রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। ' বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পংতিটি ব্যবহার করেছেন।

২.৩ একুশের কবিতাতে কোন কোন গানের সুরের প্রসঙ্গ রয়েছে?

উঃ কবি আশরফ সিদ্দিকীর লেখা একুশের কবিতাতে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি এবং গুনগুন করে গাওয়া ছড়ার ছন্দের সুরের প্রসঙ্গ রয়েছে।

২.৪ ' অতো বড় একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, আমার সৌভাগ্য'

--কার স্মৃতি চারণায় কথক একথা বলেছেন?

উঃ উদ্‌ধৃতিটির বক্তা রামকিঙ্কর বেইজ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কলাভবনের আচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে ছবি আঁকা শিখেছিলেন । তার স্মৃতি চারণায় কথক একথা বলেছেন

২.৫ খোকন অবাক হয়ে গেল'- কোন কথ শুনে খোকন অবাক হয়ে গেল?

উঃখোকনের বাবার বন্ধু একজন বিখ্যাত চিত্রকর।তিনি খোকনের আঁকা ছবি দেখে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তার নিজের আঁকা ছবি কোথায় কারন সে সবই চারপাশ থেকে নকল করে এঁকেছে। এই কথা শুনেই খোকন অবাক হয়েছিল।

৩ নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও

৩.১ জীবন হবে পদ্যময়

--জীবন কিভাবে পদ্যময় হয়ে উঠবে বলে কবি মনে করেন?

উঃ পঙ্কতিটি কবি অজিত দত্তের লেখা 'ছন্দে শুধু কান রাখো' কবিতাটি থেকে নেওয়া হয়েছে। জ্যোৎস্না রাতে, ঝিঁঝিঁর ডাকে, নদীর স্রোতে, যন্ত্রের গতিতে, জাহাজ, নৌকা , ট্রেনের চলার তালে তালে ছন্দ লুকিয়ে আছে। কেউ যদি মন্দ কোথায় কান না দিয়ে, সব ঝগড়া বিবাদ ভুলে মন আর কান দিয়ে সব ছন্দ শোনে

তাহলে পৃথিবীকে সে নতুনভাবে চিনবে। ফলে তার মনে ছন্দের যে আলোড়ন হবে তাতেই সে সহজেই কবিতা লিখতে পারবে।

৩.২ 'অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।'

---'সুবরদে' শব্দের অর্থ কী? তার কাছে কবি অমরতার প্রত্যাশী কেন?

উঃ পঙ্কতিটি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর লেখা ' বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সুবরদে কথাটির অর্থ হল যিনি শুভ বর প্রদান করেন অর্থাৎ বরদাত্রী।

এখানে বরদাত্রী বঙ্গভুমির কাছে কবি অমর হওয়ার বর চেয়েছেন। কারন কবি জানেন নশ্বর মানুষ তখনি অমর হতে পারে যখন সে তার কীর্তির জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে স্থান পায়।তাই কবি বঙ্গ মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে তার রচনা ভাণ্ডার বাংলা ভাষায় উচ্চ আসন লাভ করে এবং তিনি মানুষের মনে চিরকাল অমর হয়ে রন।

৩.৩ 'সে তো আমার পরম পুলক'

---আঁকা লেখা কবিতায় কবি কখন পুলকিত হন?

উঃ কবি মৃদুল দাসগুপ্ত যখন ছবি আঁকেন তখন শালিক পাখি, চড়াই, মাছরাঙা প্রজাপতি ও ইঁদুরের দল অবাক হয়ে জায়।আবার সন্ধ্যেবেলা কবি যখন কবিতা লেখেন তখন জোনাকিরা বকুল গাছে আলপনা আঁকে, তারার দল মালা গাথে।এভাবে প্রকৃতি ও তার সঙ্গীরা কবির আঁকা ও ছড়া লেখার সময় সঙ্গদান করে। প্রকৃতির প্রেরণাই কবির কাছে পরম পুলকের।

৩.৪ ' কুতুব মিনারের কথা' রচনাংশ অনুসরণে কুতুবমিনারের নির্মাণ শৈলীর বিশিষ্টতা আলোচনা কর।

উঃ সৈয়দ মুজতফা আলির লেখা ' কুতুব মিনারের কথা' পাঠ্যাংশে লেখক কুতুব মিনারের অদ্ভুত কারুকার্য ও গঠনশৈলীর কথা বিস্তারে আলোচনা করেছেন। কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে বাঁশি ও কোণের নকশা রয়েছে। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশি ও তৃতীয় তলাতে কোণের নকশা কাটা। এছাড়া মিনারের চারপাশে সারি সারি লতা পাতা ও ফুলের মালা চক্রের নকশা রয়েছে। নকশা গুলি হিন্দু রীতির । আবার মিনারের গায়ে আঁকা আরবী লেখা সাধারণত মুসলমানদের

ভাষা হলেও সেগুলি হিন্দু শিল্পীরাই এঁকেছেন। এই মিনারটির সৃষ্টি কার্যে হিন্দু মুসলমান মিলে অদ্‌ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল।

৪ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও

৪.১ খাঁটি দেশই শব্দ বলতে কি বোঝ?

উঃআর্যরা ভারতে আসার আগে যে সব প্রাগার্য মানুষেরা ভারতে ছিলেন তাদের ভাষার কিছু শব্দ এখনও রয়ে গেছে। উৎপত্তির দিক থেকে এগুলি যাতে অস্ট্রিক ,দ্রাবিড় বা মঙ্গোলয়েড। তবে এরাই বাংলা শব্দভাণ্ডারের সবচেয়ে প্রাচীন শব্দ। এদেরই খাঁটি দেশি শব্দ বলে। যেমনঃ তেঁতুল, চিংড়ি, মাঠ

৪.২ তদ্ভব শব্দ কিভাবে গড়ে ওঠে?

উঃকিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে ভাষাগত বিবর্তনের পথে প্রাকৃত , অপভ্রংশ ইত্যাদি স্তরের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে তদ্ভব শব্দের রুপ ধারণ করেছে। এভাবেই তদ্ভব শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান নিয়েছে।

৪.৩ অর্ধ -তৎসম বা ভগ্ন- তৎসমের দুটি উদাহরণ দাও।

উঃ কৃষ্ণ > কেষ্ট

বিষ্ণু > বিষ্টু

৪.৪ ' বাঙালি পদবীর ইংরেজি ধরনের উচ্চারনে হ্রস্বস্বর চিহ্ন হবে" –উদাহরণ দাও।

উঃ গাঙ্গুলি (গাঙ্গুলী নয়)

ব্যানার্জি (ব্যানার্জী নয়)

৫ পত্র রচনা কর

৫.১ তোমাদের অঞ্চলে একটি পাঠাগার স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে একটি আবেদন পত্র লেখো

মাননীয়,

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক

১০৪ নং ব্লক

কলকাতা

বিষয়ঃ একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন

মহাশয়,

আমরা আপনার ব্লকের অন্তর্গত সন্তোষপুরের বাসিন্দা। আমাদের এলাকায় বেশ কিছু কৃতি ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী পাঠক থাকলেও কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কোন বিষয়ে জ্ঞান আহোরণের সুযোগ পায় না। পাঠকরা তাদের মনের আঁশ মেটানোর সুযোগ পায় না। এছাড়া দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা বিনামুল্যে সহায়িকা বই একমাত্র পাঠাগার থেকেই পেতে পারে। এলাকায় পাঠাগার না থাকায় ছাত্রবৃন্দ অবহেলায়, অলসতায় সময় কাটায়।

তাই এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ জানাই। পাঠাগারটি প্রস্তুত হলে এলাকার মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপকার হবে।

কলকাতা

১৪ ই জুলাই ২০২১

ধন্যবাদান্তে

১০৪ নং ব্লকের অধিবাসীবৃন্দ

৫.২ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখো

মাননীয়,

প্রধান শিক্ষক মহাশয়

মর্ডান হাই স্কুল

যাদবপুর, কলকাতা

বিষয়ঃ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য আবেদন

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমি শান্তনু পাল, আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই যে আমরা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। প্রত্যেক ছাত্রই তাদের আঁকা ও লেখা ছাপার কালিতে দেখতে চায়। এই পত্রিকা যেমন ছাত্রদের প্রতিভা প্রকাশে উৎসাহ দেবে তেমনি বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কীর্তিও সবাই জানতে পারবে। এ বিষয়ে অভিভাবকরাও যথেষ্ট উৎসাহী।

তাই আমাদের বিণীত আবেদন এই যে আপনি ও স্কুল কমিটির সদস্যরা বিষয়টি বিবেচনা করে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। এই অনুরোধ গৃহিত হলে আমরা ছাত্রবৃন্দ বাধিত থাকব।

কলকাতা ইতি

১৪ ই জুলাই ২০২১ আপানার একান্ত অনুগত ছাত্রবৃন্দ